অংশীদারি আইন,1932

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী)

CMA (DR) TAPAN KUMAR SAMANTA
ASSISTANT PROFESSOR (STAGE III)
DEPT. OF OMMERCE

প্রশ্ন ও তার উত্তর:

1.অংশীদারি কারবার কাকে বলে?এই কারবারের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?

উঃ: সকলের দ্বারা মিলিতভাবে বা সকলের পক্ষ থেকে একজন দ্বারা পরিচালিত কোন কারবারের মুনাফা বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যাক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

এই কারবারের তিনটি প্রধান উপাদান হল:
a. দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির সম্মতিক্রমে এই ব্যবসা যৌথভাবে গড়ে ওঠে।
b. অংশীদারের সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসার মুনাফা বন্টিত হয়। এবং
c. সকল অংশীদার মিলিতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে অথবা যে কোন একজন সবার প্রতিনিধি হয়ে কারবার পরিচালনা করে।

2.অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উঃ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

a. **গঠন:**
দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির দ্বারা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মৌলিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে কারবার গড়ে ওঠে। আইনগত অনুষ্টানিকতা পালন আবশ্যিক নয়।

b.**চুক্তিগত সম্পর্ক:**
দুই বা ততোধিক ব্যাক্তি পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে(চুক্তি মৌলিক/লিখিত হতে পারে)আবদ্ধ হয়ে কারবার স্হাপন করে।

c. **মালিকানা:**

অংশীদাররা যৌথভাবে কারবারের মালিক। তাদের প্রত্যেকের অংশ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট।

d. **আইনগত মর্যাদা:**
আইনের দৃষ্টিতে কারবারের কোন পৃথক সত্তা নেই। অংশীদার ও কারবারের সত্বা এক ও অভিন্ন। এর দায়ও অংশীদার কে বহন করতে হয়।

e. **পরিচালনা:**
যে সব অংশীদার কারবার পরিচালনায় দক্ষ,তারাই কারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

f. **মূলধন:**
নিজেরাই সরবরাহ করে ।প্রয়োজনে ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। সবার সমান হবে এমন কোন কথা নেই।

g. **সদস্য সংখ্যা:**
নূন্যতম সদস্য সংখ্যা 2।ভারতীয় কোম্পানি আইনের 11 ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্বোচ্চ সদস্যের সংখ্যা হবে 20 জন এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যুক্ত কারবারের ক্ষেত্রে তা হবে 10 জন।

h. **অংশ হস্তান্তর:**
সকল অংশীদারের সম্মতি না থাকলে, একে অপরের অংশ হস্তান্তর করতে পারবে না।

3. অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন সংক্রান্ত আইনের ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা কর।

উঃ অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বলে, অংশীদারি আইনের 65 থেকে 71 ধারা অনুযায়ী কারবার নিবন্ধিত হয়। নিম্নলিখিত বিবরনসহ ও একটি নির্দিষ্ট ফি সহ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

a. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম

b. কারবারের প্রধান কর্মস্থল

c. প্রত্যেক অংশীদারের নাম, ঠিকানা, বয়স এবং পেশা

d. প্রত্যেক অংশীদারের যোগদানের তারিখ

e. প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও কার্যকাল

নিবন্ধনের দরখাস্ত এ অংশীদারগণ সবাই বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাক্ষর থাকতে হবে। দরখাস্ত পাবার পর নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে এবং নির্ধারিত ফি পেলে ফার্মের নিবন্ধন বইতে তিনি প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ উল্লেখ করেন।
উপরোক্ত বিবৃতির কোন পরিবর্তন করতে হলে তা নিবন্ধকে জানাতে হয় এবং সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিবন্ধন বইতে পরিবর্তিত বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।
নিবন্ধন না করার পরিণাম:

নিবন্ধন না করার পরিণাম কী?

এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে তা আইনের 69ধারায় উল্লেখ করা আছে।

a. অংশীদার ও কারবারের বিরুদ্ধে মামলা:অংশীদারি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন না হলে 69(1)ধারা অনুযায়ী কোনঅংশীদার অপর কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তিগত বা অংশীদারী আইন দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার প্রদান করার জন্য কোন আদালতে মামলা করতে পারে না।

b. তৃতীয় ব্যাক্তির বিরুদ্ধে অংশীদারি কারবারের মামলা:অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান তৃতীয় ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে পাওনা আদায় করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে69(2)ধারা অনুযায়ী পাওনা আদায় করতে হলে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হওয়া চাই এবং নিবন্ধকের বইতে অংশীদারের নামের উল্লেখ করা চাই।

c. পাল্টা পাওনা:অংশীদারি কারবার নিবন্ধন না হলে মামলায় বাদী পক্ষের কাছে প্রাপ্য টাকার জন্য পাল্টা পাওনা দাবি করতে পারবে না। 69(3) ধারা অনুযায়ী পাল্টা দাবি করা হলে আদালত তা অগ্রাহ্য করেন।